JAN. 3 1 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

সম্পাদকীয়

শিক্ষা সপ্তাহে দুশ্চিন্তা

সোমবার শুরু হয়েছে শিক্ষা সপ্তাহ ২০০১। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে 'মানব কল্যাণে শিক্ষা'। আমাদের সকল কর্মকাণ্ড মানবকল্যাণের জন্যই করা হয়, শিক্ষা তো বটেই। তবুও শিক্ষা সপ্তাহে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আমরা আশা করব, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই মানবকল্যাণের কথাটা স্মরণ রাখবেন। এই দরিদ্র দেশের বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষা খাতে। জাতীয়ভাবে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়; কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে যে নৈরাজ্য চলছে এবং ছাত্র নামধারীরা যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তাতে জাতীয় সদিচ্ছার মূল্য দেয়া হচ্ছে না।

শিক্ষা সপ্তাহ শুরু হওয়ার ঠিক আগের দিন জাতীয় সংসদে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ পাস করা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতির মর্ম এ বছর অন্তত বোঝা যাবে না। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়। তার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। তারা রিপোর্টও পেশ করেন। শিক্ষানীতির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সরকারপ্রধান বলতেন, যদিও শিক্ষানীতি সংসদে গৃহীত হয়নি তবুও কমিটির কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছিল। বর্তমান সরকারের অন্তিম পর্বে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ জাতীয় সংসদে পাস করা হলো ২০০১ সালে। এই নীতি বাস্তবায়ন করা হবে ধাপে ধাপে। ২০১০ সাল পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। বর্তমান সরকারের আমলে নতুন শিক্ষানীতির কোন প্রভাব দেখার সম্ভাবনা নেই।

শিক্ষা সপ্তাহ নিয়ে কারো ভেতরই কোন 'উৎসাহ-উদ্দীপনা' দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষা খাতে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয় হলো মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তকের আকাল। এবারের পাঠ্যপুস্তক সংকটের জন্য যারা যারা দায়ী তারা পরস্পরকে দোষারোপ করছেন। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা এর-ওর প্ররোচনায় মিছিল, ঘেরাও, সমাবেশ ইত্যাদিতে পাঠ নিচ্ছে। এসব করে যে পাঠ্যপুস্তক সমস্যা সমাধানে কোন অবদান রাখা যাবে না, তা সবাই জানেন। শিক্ষা সপ্তাহজুড়েই এ ধরনের কর্মসূচি চলবে বলে মনে হচ্ছে।

শিক্ষা সপ্তাহে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার গুণকীর্তনের বদলে দ্বিগুণ দামে পাঠ্যবই বিক্রি, নোটবই বাধ্যতামূলক, মিছিল, ঘেরাও, এমনকি ধর্মঘটের কথাও বলা হচ্ছে। শিক্ষা কর্মকর্তারাও এই শিক্ষা সপ্তাহ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন বর্ণাঢ্য বা সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেননি। শেষ পর্যন্ত হয়তো সবার অলক্ষ্যেই শিক্ষা সপ্তাহ পার হয়ে যাবে। জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাতটি 'মানবকল্যাণে' কি অবদান রাখবে তা অজানাই থেকে যাবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মানবকল্যাণ তো দূরের কথা, ছাত্রছাত্রীর কল্যাণেই ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো শিক্ষক সংকট। গড়ে প্রতি ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ জন করে শিক্ষক। এই গড় হিসাব আবার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না। কোন কোন বিদ্যালয়ে ১শ জনের জন্য ১ জন শিক্ষক। উচ্চ শিক্ষাতেও শিক্ষক সংকট তীব্র। দেশে সরকারি কলেজগুলোতে অনার্স ও মাস্টার্স খোলা হচ্ছে একের পর এক। অনেকে এটাকে 'প্রেস্টিজ ইস্যু' হিসেবে বিবেচনা করছে। কিন্তু এদের কোনটিতেই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। দেশের প্রায় সব ভাল কলেজেই ভর্তি করতে হয় রাজনৈতিক কোটা ভিত্তিতে। ফলে শিক্ষাদান ও শিক্ষা দুটোই লাটে উঠেছে।

সাধারণত প্রতিবছর শিক্ষা সপ্তাহে অনেক গালভরা কথা, আত্মসন্তুষ্টির বহর এবং বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে কি যুগান্তকারী অগ্রগতি হয়েছে তার বিবরণ পাওয়া যেত। এবার ঢাকঢোল কম পেটানো হচ্ছে সত্য, কাজটা সেই অনুপাতে বেশি করা হলে সবাই খুশি হতো।